সংবাদ

তারিখ 12 AUG 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খানজাহানআলী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়

শিক্ষার্থীদের থেকে আদায় করা টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

শুভ্র শচীন, খুলনা

খুলনা খানজাহানআলী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফিসের টাকা নিয়েও হিসাবে কম দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। পুরোটাকা পরিশোধ করলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ ২০১৪ সাল থেকে ভর্তি হওয়া প্রায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে আরও ৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা দাবি করছে। এ বিষয়ে কলেজের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরা পরবর্তীসময় কলেজে সমস্যা হতে পারে, এমন আশঙ্কায় তাদের কেউই নাম প্রকাশ করতে রাজি নন। ওই শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, কলেজের অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির দায় তাদের কাঁধেই চাপানো হচ্ছে। অধ্যক্ষ দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে টাকা আদায়ে শিক্ষার্থীদের চাপ দিচ্ছেন।

বেতন হিসাবের খাতায় পরিশোধ থাকলেও প্রতিটি রসিদ দেখাতে না পারলে গরমিলের টাকা কিছুটা মওকুফের জন্য লিখিত আবেদন করতে বাধ্য করছেন। তাতে শিক্ষার্থীদের দোষ স্বীকার করে নিতে হচ্ছে।

২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের এক শিক্ষার্থী বলেন, গতবছরের ডিসেম্বরে তার অষ্টম সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সম্প্রতি সনদ ও অন্যান্য কাগজ আনতে গেলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ৭ হাজার ৫৩০ টাকা বাকি রয়েছে। ওইটাকা পরিশোধ করা না হলে কলেজ থেকে কোনো কাগজই দেওয়া হবে না। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, হিসাবঅনুযায়ী কলেজে তার বাকি আছে ৬০০০ টাকা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ দাবি করছে ৪৭ হাজার ৭৫০ টাকা। নিরীক্ষা শাখার প্রধান অধ্যক্ষের শ্যালক মো. নাজমুল হাসান বলেন, কলেজের হিসাব শাখায় শিক্ষার্থীদের বেতন হিসাবের একটি খাতা আছে।

অধ্যক্ষের কাছেও আছে এ-সংক্রান্ত আরেকটি খাতা। হিসাব শাখায় কেউ টাকা জমা দিলে তা অধ্যক্ষের খাতায়ও ওঠার কথা। কিছু শিক্ষার্থীর জমা দেয়া টাকা অধ্যক্ষের খাতায় ওঠেনি। ফলে হিসাবে গরমিল দেখা দিয়েছে। অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ কলেজে কোন অব্যবস্থাপনা নেই দাবি করে বলেন, 'হিসাবরক্ষক বা কলেজের কতিপয় শিক্ষকেরসঙ্গে যোগসাজশে কিছু শিক্ষার্থী পুরো টাকা পরিশোধের ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু আমার খাতায় সবটাকা ওঠেনি।' তবে চুরি হয়েছে।

কিছু শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও হিসাবরক্ষক এই তিন শ্রেণি মিলে আড়াই বছর ধরে এটি করেছে, না হলে তো এমনটা ঘটে না।

হিসাবরক্ষক তো পরিশোধ বলে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা কেন এর দায় নেবেন? এ প্রতিবেদকের এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'টাকা তো আর আমার খাতায় ওঠেনি। টাকা দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করবে ওই ছাত্র আর যে এর সঙ্গে জড়িত সে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের অনেকেই তো অনিয়ম হয়েছে বলে লিখিত দিচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, ওই এলাকার একাধিক জনপ্রতিনিধি জানিয়েছেন, ওই অধ্যক্ষ ছাড়াও আরো এক ব্যক্তি প্রভাবশালী কতিপয় নিকট আত্মীয়দের ভয় দেখিয়ে কারিগরি শিক্ষার নামে দীর্ঘদিন থেকে শিক্ষার নামে গলাকাটা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন।